

## ফয়যানে শবে বরাত

**প্রিয় নবীর মাস:** রাসুলে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর শাবানুল মুয়াযযাম সম্পর্কে সম্মানিত বাণী হচ্ছে: “শাবান আমার মাস আর রমযান আল্লাহর মাস”। (আল জামিউস সগীর, ৩০১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৪৮৮৯, দারুল কুতুবুল ইলমিয়াহ, বৈরুত)

**মৃত্যুবরণ করীদের তালিকা তৈরির মাস:** হযরত সাযিয়াদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا বলেন: রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম, রাসুলে আকরাম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ সম্পূর্ণ শাবান মাসে রোযা রাখতেন। তিনি বলেন; আমি আরয করলাম: হে আল্লাহর রাসুল صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! সকল মাসের মধ্যে কি আপনার صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ নিকট শাবানের রোযা রাখা অধিক পছন্দনীয়? তখন আল্লাহর হাবীব, হাবীবে লবীব, রাসুলুল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “আল্লাহ তা’আলা এ বৎসরে মৃত্যুবরণকারী প্রতিটি আত্মার নাম (এ মাসে) লিখে দেন আর আমি এটা পছন্দ করি যে, আমার বিদায়ের সময় (যখন) আসবে (তখন যেন) আমি রোযা অবস্থায় থাকি।” (মুনাদে আবি ইয়াল, ৪র্থ খন্ড, ২৭৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৪৮৯০, দারুল কুতুবুল ইলমিয়াহ, বৈরুত)

**নাযুক ফয়সালা:** প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ১৫ই শাবানুল মুয়াযযমের রাতটি কতই নাযুক। জানিনা অদৃষ্টে কি লিখে দেয়া হয়। অনেক সময় বান্দা উদাসীন অবস্থায় থাকে আর অপরদিকে তার ব্যাপারে কত কিছুই হয়ে যাচ্ছে। যেমন- “শুনইয়াতুত তালিবীন” এ রয়েছে: অনেক কাফন ধুয়ে তৈরী করে রাখা হয় কিন্তু কাফন পরিধানকারী বাজার সমূহে ঘোরা-ফেরায় রত থাকে, অনেক লোক এমনই রয়েছে, যাদের জন্য কবর খনন করে তৈরী করা হচ্ছে কিন্তু এগুলোতে যারা দাফন হবার অপেক্ষায় রয়েছে তারা হাসি-খুশীতে বিভোর হয়ে থাকে, অনেক লোক হেসে যাচ্ছে অথচ তাদের মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এসেছে। বহু দালানের নির্মাণ কাজ পরিপূর্ণ হতে চলেছে কিন্তু দালানের মালিকের মৃত্যুকালও পূর্ণ হয়ে গেছে। (শুনইয়াতুত তালিবীন, ১ম খন্ড, ৩৪৮ পৃষ্ঠা)

**বর্ষিত লোকেরা:** প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শবে বরাত খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি রাত। কোন অবস্থাতেই এ রাতটি অবহেলায় অতিবাহিত করা উচিত নয়। এ রাতে বিশেষভাবে রহমতের বৃষ্টি মুম্বলদারে বর্ষিত হয়। এ মোবারক রাতে আল্লাহ তা’আলা “বনী কালব” গোত্রের ছাগল গুলোর লোম অপেক্ষাও অধিক উম্মতের গুনাহ ক্ষমা করে দেন। কিতাবাদিতে উল্লেখ রয়েছে, “বনী কালব গোত্রটি আরবের গোত্র গুলোর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী ছাগল পালন করত।” আহ! কিছু হতভাগ্য লোক এমনও রয়েছে, যাদেরকে ও শবে বরাত অর্থাৎ মুক্তি লাভের রাতও ক্ষমা না করে শাস্তি প্রদানের অঙ্গীকার রয়েছে। হযরত সাযিয়াদুনা ইমাম বায়হাকী শাফেয়ী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ “ফাযায়েলুল আওকাত” এ বর্ণনা করেন: রাসুলে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর শিক্ষনীয় বাণী হচ্ছে: “ছয় প্রকারের ব্যক্তিদেরকে এ রাতেও ক্ষমা করা হয় না:- (১) মদ্যপানে অভ্যস্ত, (২) মাতা-পিতার অবাধ্য, (৩) ব্যভিচারী, (৪) আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী, (৫) ছবি প্রস্তুতকারী, (৬) চোগলখোর।” (ফাযায়েলুল আওকাত, ১ম খন্ড, ১৩০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৭, মাকতাবাতুল মানারাহ, মক্কাহুল মুকাররমা) অনুরূপভাবে গণক, যাদুকর, অহংকার সহকারে পায়জামা অথবা লুঙ্গি গোড়ালীর নিচে ঝুলিয়ে পরিধানকারী ও কোন মুসলমানের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ পোষণকারীও এ রাতে ক্ষমার সৌভাগ্য লাভ থেকে বর্ষিত থাকার অঙ্গীকার রয়েছে। সুতরাং সমস্ত মুসলমানদের উচিত, উপরোক্ত গুনাহ থেকে যদি (আল্লাহর পানাহ) কোন একটির মধ্যে লিপ্ত থাকে তবে তারা যেন বিশেষত এই গুনাহ থেকে আর সাধারণত প্রত্যেক গুনাহ থেকে শবে বরাত আসার পূর্বেই বরং আজ ও এখন সত্যিকার অর্থে তাওবা করে নেয়, আর যদি কোন বান্দার হক নষ্ট করে তবে তাওবার সাথে সাথে তার থেকে ক্ষমা চাওয়ার তরকীব (ব্যবস্থাও) করে নিন।

**১৫ই শাবানের রোযা:** হযরত সাযিয়াদুনা আলীয়্যুল মুরতাছা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَآلِهِ وَسَلَّمَ থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “যখন শাবানের ১৫তম রাতের আগমন ঘটে, তখন তাতে কিয়াম (ইবাদত) করো আর দিনে রোযা রাখো। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা’আলা সূর্যাস্তের পর থেকে প্রথম আসমানে বিশেষ তাজাল্লা (উজ্জ্বল্য) বর্ষণ করেন এবং ইরশাদ করেন: কেউ আছ কি আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করী, তাকে আমি ক্ষমা করে দিব! কেউ আছ কি জীবিকা প্রার্থনা করী, তাকে আমি জীবিকা দান করব! কেউ আছ কি মুসিবতগ্রস্ত, তাকে আমি মুক্তি প্রদান করব! কেউ এমন আছ কি! কেউ এমন আছ কি! সূর্য উদয় হওয়া পর্যন্ত এরূপ ইরশাদ করতে থাকেন।” (মুনানে ইবনে মাযাহ, ২য় খন্ড, ১৬০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৩৮৮, দারুল মারিফাত, বৈরুত)

**উপকারী কথা:** শবে বরাতে আমল নামা পরিবর্তন হয়, সুতরাং সম্ভব হলে ১৪ই শাবানুল মুয়াযযমেও রোযা রেখে দিন যেন আমল নামার শেষ দিনেও রোযা হয়। ১৪ই শাবান আসরের নামায জামাআতে আদায় করে সেখানেই নফল ইতিকারের নিয়ত করা যায়, আর মাগরিবের নামাযের জন্য অপেক্ষার নিয়তে মসজিদেই অবস্থান করা উচিত, যাতে আমল নামা পরিবর্তন হওয়ার শেষ মুহূর্ত মসজিদে উপস্থিত ও ইতিকার এবং নামাযের জন্য অপেক্ষা ইত্যাদির সাওয়াব লিখা হয়। বরং কতই সৌভাগ্য হত! যদি সারা রাত ইবাদতে অতিবাহিত করা যেত।

**সারা বছর যাদু থেকে নিরাপদ:** দা’ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনী কতৃক প্রকাশিত ১৭০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব “ইসলামী জিন্দেগী” এর ১৩৪ পৃষ্ঠায় রয়েছে: যদি এ রাতে (শবে বরাত) কুল গাছের সাতটি পাতা পানিতে সিদ্ধ করে (যখন পানি গোসল করার উপযোগী হয়ে যায় তখন) গোসল করে নিবেন। إِنَّ شَأْنَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ সারা বছর যাদুর প্রভাব থেকে নিরাপদ থাকবেন।

**মাগরিবের পর ৬ রাকাত নফল নামায:** আওলিয়ায়ে কিরাম رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ এর অনুসৃত কর্মসমূহে এটাও রয়েছে যে, মাগরিবের ফরয ও সুন্নাত ইত্যাদি আদায়ের পর ৬ রাকাত নফল নামায দুই রাকাত করে আদায় করা। প্রথম দু’রাকাতের পূর্বে এ নিয়ত অন্তরে রাখবেন যে, হে আল্লাহ عَزَّ وَجَلَّ! এ দু’রাকাত নামাযের বরকতে আমাকে মঙ্গলময় দীর্ঘায়ু দান কর। এর পরের দু’রাকাতে এ নিয়ত করুন যে, হে আল্লাহ عَزَّ وَجَلَّ! এ দু’রাকাত নামাযের বরকতে আমাকে বালা-মুসিবত হতে নিরাপদ রাখ। সর্বশেষ দু’রাকাতের জন্য এ নিয়ত করুন, হে আল্লাহ عَزَّ وَجَلَّ! এ দু’রাকাতের বরকতে আমাকে তুমি ছাড়া আর কারো মুখাপেক্ষী করবে না। এই ৬ রাকাতে সূরা ফাতিহার পর যে কোন সূরা পড়তে পারেন। উত্তম হচ্ছে, প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পরে ৩ বার করে সূরা ইখলাস পাঠ করা। প্রত্যেক ২ রাকাত পর ২১ বার সূরা ইখলাছ অথবা সূরা ইয়াসিন শরীফ ১ বার পাঠ করবেন। যদি সম্ভব হয় উভয়টিই পাঠ করুন। এমনও করতে পারেন যে, একজন ইসলামী ভাই উচ্চ স্বরে ইয়াসিন শরীফ পাঠ করবে আর অন্যরা নিশুপ থেকে খুব মনোযোগ দিয়ে শুনবে। এ সময় এ ব্যাপারে খেয়াল রাখবেন যে, অন্য কেউ যেন মুখে ইয়াসিন শরীফ কিংবা অন্য কোন কিছুও পাঠ না করে। এ মাসআলা খুব ভালভাবে মনে রাখুন! যখন কুরআন করীম উচ্চ আওয়াজে পড়া হয়, তখন যে লোকেরা শ্রবণ করার জন্য উপস্থিত হয়েছে তাদের জন্য ফরযে আইন হচ্ছে নিশুপ হয়ে মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করা। إِنَّ شَأْنَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ রাতের শুরু থেকেই সাওয়াবের ভান্ডার হয়ে যাবে। প্রত্যেক বার ইয়াসিন শরীফের পর অর্ধ শাবানের দোআও পাঠ করে নিন।

**সগে মদীনী عَنْهُ عَزَّ وَجَلَّ এর মাদানী অনুরোধ:** أَلْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ! সগে মদীনী عَنْهُ عَزَّ وَجَلَّ (লিখক) এর বছরের পর বছর ধরে উল্লেখিত নিয়মানুসারে শবে বরাতের ৬ রাকাত নফল নামায আদায় ও তিলাওয়াত প্রভৃতির অভ্যাস রয়েছে। মাগরিবের পর আদায়কৃত এ ইবাদত নফল হিসেবে গণ্য। ফরয কিংবা ওয়াজিব নয় আর মাগরিবের পর নফল নামায আদায় ও কুরআন তিলাওয়াতে ব্যাপারে শরীয়তের মধ্যে কোন নিষেধাজ্ঞাও নেই। সম্ভব হলে সকল ইসলামী ভাইয়েরা নিজ নিজ এলাকার মসজিদে মাগরিবের নামাজের পর ৬ রাকাত নফল প্রভৃতির ব্যবস্থা করুন আর অগণিত সাওয়াব অর্জন করুন। ইসলামী বোনেরা নিজ নিজ ঘরে এই আমল করুন। আল্লাহ তা’আলা ও তাঁর প্রিয় রাসুল صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর সন্তুষ্টির জন্য নিজের শহরে অনুষ্ঠিত দা’ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমাতে অংশগ্রহণ এবং মাদানী কাফেলাতে সফর ও চরিত্রবান মুসলমান হওয়ার জন্য মাদানী ইনআমাত এর পকেট সাইজ রিসালা সংগ্রহ করে প্রতিদিন পূরণ করুন, আর ১৫ই শাবানের দোআ এবং আরও বিস্তারিত জানার জন্য “প্রিয় নবীর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ মাস” রিসালা মাকতাবাতুল মদীনীর যেকোন শাখা থেকে সংগ্রহ করে অবশ্যই অধ্যয়ন করুন।

**আস্তরের দোআ:** হে আল্লাহ! যে এই লিপলেট কমপক্ষে ১৫টি বন্টন করে বা উপযুক্ত স্থানে ঝুলিয়ে রাখে তাকে উভয় জাহানে সফলতা দান করুন। أَمِينٌ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ